Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Falgun 09, 1432 Bangla, February 22, 2026, Sunday, No. 53, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said democracy has been re-established in the country now after a long struggle, embodying the spirit of Ekushey February. (DW: 08)

Home Minister and BNP Standing Committee member Salahuddin Ahmed has said the 13th National Parliament is likely to go into its maiden session on March 12 next month or one or two days earlier. (Jago News: 11)

Information and Broadcasting Minister Zahir Uddin Swapan has said the governmet is set to begin distributing "Family Card" across the country from this month. (Jago News: 10)

Economists and businessmen in the country opine USA has benefited more than Bangladesh from the trade agreement between Bangladesh and United States signed during the last period of the interim govt. (BBC: 06)

Power, Energy and Mineral Resources Minister Iqbal Hasan Mahmud Tuku has said if the people of Bangladesh truly embrace Bangla as their mother tongue, slogans like 'Inqilab Zindabad' should not continue. (Jago News: 14)

Chittagong Hill Tracts Affairs Minister Dipen Dewan has said the govt is committed to preserving, practicing and developing the mother tongues of all ethnic groups in the country. (Jago News: 15)

Bangladesh Jamaat-e-Islami has expressed deep concern, condemning and protesting the Shipping Minister's statement on extortion. (Jago News: 13)

At least five people, including three women, were killed in a head-on collision between a gas cylinder-laden truck and a CNG-run auto-rickshaw in Kushtia. (Jago News: 15)

An allegation has been received about a cocktail explosion at the house of Mohammad Ali, the owner of Roman Jute Mill, in Abhaynagar, Jessore, for not paying money illegally. (Jago news: 14)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ফাল্গুন ০৯, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৬, রবিবার, নং- ৫৩, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, একুশের চেতনাকে ধারণ করে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামপার হয়ে দেশে আজ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (ডয়েচে ভেলে: ০৮)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আগামী ১০ থেকে ১২ মার্চের মধ্যে বসতে পারে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। (জাগো নিউজ: ১১)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, চলতি মাস থেকেই দেশজুড়ে ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। (জাগো নিউজ: ১০)

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শেষ সময়ে করা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্য চুক্তিতে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের চেয়ে আমেরিকা বেশি লাভবান হয়েছে বলে মনে করছেন দেশের অর্থনীতিবিদ কিংবা ব্যবসায়ীরা। (বিবিসি: ০৬)

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, বাংলাকে যদি ধারণ করতে হয়, বাংলা ভাষাকে যদি মায়ের ভাষা বলতে হয় তাহলে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ চলবে না। (জাগো নিউজ: ১৪)

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান বলেছেন, সরকার দেশের সব জাতিসত্ত্বার মাতৃভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও বিকাশে বদ্ধপরিকর। (জাগো নিউজ: ১৫)

চাঁদাবাজি নিয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। (জাগো নিউজ: ১৩)

কুষ্টিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডারবাহী ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন নারীসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। (জাগো নিউজ: ১৫)

যশোরের অভয়নগরে চাঁদা না দেওয়ায় রোমান জুটমিলের মালিক মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। (জাগো নিউজ: ১৪)

বিবিসি

শহিদ মিনারে শ্রদ্ধার পাশাপাশি দোয়া-মোনাজাত, প্রথমবারের মতো গেলেন জামায়াতের আমির

বাংলাদেশে একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা শফিকুর রহমান। এবারই প্রথম জামায়াতের কোনো আমির কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা জানালেন। তিনি জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় জোটের সংসদ সদস্যদের নিয়ে এই শ্রদ্ধা জানান। অন্যদিকে, এবার প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা জানানো শেষে সেখানে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নিয়েছেন। পরে দলীয় চেয়ারম্যান হিসেবে বিএনপি নেতাদের নিয়ে এবং এরপর তার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ওদিকে, সাধারণত একুশের প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আগে এসে শহিদ মিনারে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে দেখা যেত প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু এবার রাষ্ট্রপতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে চলে যাওয়ার পর এসে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা জানানো শেষে সর্বস্তরের মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ শ্রদ্ধা জানানো শুরু করে। তবে জাতীয় পার্টির একদল নেতা-কর্মী ব্যানারসহ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য গেলেও তারা একটি রাজনৈতিক দলের একটি ইউনিটের নেতা-কর্মীদের বাধার মুখে পড়েন। প্রসঙ্গত, ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলাকে তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন এবং জব্বারসহ আরো অনেকে নিহত হন। দিনটি বাংলাদেশ ভাষা শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল। পরে ১৯৯৯ সালে দিনটিকে জাতিসংঘ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করলে বাংলাদেশের ভাষা শহিদ দিবস ভিন্ন মাত্রা পায়।

এ উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়া, দেশের সব জেলা ও উপজেলাতেই শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে মানুষ।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস জানিয়েছে, একুশের প্রথম প্রহরে রাত ১২টা ১ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। রাষ্ট্রপতি ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর আগে, রাত ১২টা বাজার কয়েক মিনিট আগেই রাষ্ট্রপতি শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে পৌঁছানোর পর তাকে স্বাগত জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। রাষ্ট্রপতি চলে যাওয়ার পর রাত ১২টা ৮ মিনিটে শহিদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। বাসসের খবরে বলা হয়েছে, "এ সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানসহ উপস্থিত সবাই দুই হাত তুলে ৯০ ও ২৪-এর আন্দোলনের শহিদসহ ভাষা শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।" একইসঙ্গে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্যও দোয়া করা হয় এবং দেশ ও জনগণের কল্যাণ ও শান্তি কামনা করা হয় বলেও ওই খবরে উল্লেখ করা হয়। পরে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এরপর বিএনপির সিনিয়র নেতাদের নিয়ে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তারেক রহমান। পাশাপাশি পরিবারের পক্ষ থেকে ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান। এরপর প্রধানমন্ত্রী শহিদ মিনার এলাকা ছেড়ে যাওয়ার পর তিন বাহিনী প্রধান কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানান।

শহিদ মিনারে কেন- প্রশ্নের জবাবে যা বললেন জামায়াতে আমির

তিন বাহিনী প্রধান শ্রদ্ধা জানানোর পর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানান জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে ১১ দলীয় জোটের নেতারা। এরপর তারা শহিদ মিনারের বেদিতে দাঁড়িয়ে মোনাজাতও করেন। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ও পরে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় মুক্তি পাওয়া জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলামও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বেরিয়ে যাওয়ার পর একজন সাংবাদিক মি. রহমানকে প্রশ্ন করেন যে, জামায়াত সাধারণত ফুল দিতে আসে না শহিদ মিনারে, এবার কী মনে করে এলেন? জবাবে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেন, "এবার রাষ্ট্রীয় আচার হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব। বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে এখানে আসতে হবে আমার সঙ্গীদের নিয়ে। তাই আমি এসেছি। জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে জীবন দিয়েছেন, তাদের সবাইকে আমরা স্মরণ করি। শেষ পর্যন্ত আমাদের ওসমান হাদিকেও আমরা স্মরণ করি।" তিনি বলেন, "আমরা আসলে ভাষা শহিদদের আগে ও ৪৭-এও যারা শহিদ হয়েছে, তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। বায়ান্নর শহিদদের স্মরণ করি, একাত্তরের শহিদদের স্মরণ করি, নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে যারা শহিদ হয়েছেন, তাদের স্মরণ করি। এরপরেও যারা ফ্যাসিবাদের হাতে শহিদ হয়েছেন, তাদের স্মরণ করি। বিশেষ করে, সাড়ে ১৫ বছর ফ্যাসিস্ট আমলে যারা শহিদ হয়েছে, তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। শেষ পর্যন্ত স্মরণ করি, জুলাই যোদ্ধা

হিসেবে জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়েছে তাদের, সবাইকে স্মরণ করি।" এরপর তারা আজিমপুর কবরস্থানে গিয়ে ভাষা শহিদদের কবর জিয়ারত করেন।

শ্রদ্ধা জানাতে বাধার অভিযোগ

এদিকে, বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাধায় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি বলে অভিযোগ করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল, আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, শ্রদ্ধা জানাতে রাত ১২টা ১ মিনিটে সরাইল উপজেলার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে গেলে বিএনপির কিছু লোক তার নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালায় এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। তবে উপজেলা বিএনপির সভাপতি বা সম্পাদক সেখানে ছিলেন না বলেও তিনি জানান। বিএনপি তার স্থানীয় নেতা-কর্মীদের এখনই নিয়ন্ত্রণ না করলে, এর পরিণতি 'ভয়াবহ' হবে এবং 'সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন' হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। স্থানীয় একজন সাংবাদিক জানান, পুলিশি হস্তক্ষেপে শহিদ মিনার এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এ ঘটনার পর ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের শাহবাজপুর প্রথম গেট এলাকা প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে রুমিন ফারহানার কর্মী-সমর্থকরা। এ সময় তারা সড়কের উপর আগুন জ্বালিয়ে এ ঘটনার বিচার দাবি করেন। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেবেন বলেও সাংবাদিকদের জানান রুমিন ফারহানা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

মাহদী হাসানের সঙ্গে দিল্লিতে ঠিক কী হয়েছিল?

বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হবিগঞ্জের নেতা মাহদী হাসানের সঙ্গে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ঠিক কী হয়েছিল, তা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে গত কদিন ধরেই নানা আলোচনা চলেছে। মি. হাসান বাংলাদেশে ফিরেছেন বুধবার বিকেলে। মাহদী হাসান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হবিগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। মাসখানেক আগে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও'র কারণে তাকে নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, শায়েস্তাগঞ্জ থানায় বসে প্রকাশ্যেই মি. হাসান ওসি আবুল কালামকে হুমকি দিচ্ছেন এই বলে যে, তারা বানিয়াচং থানা পুড়িয়েছেন এবং এস আই সন্তোষ চৌধুরীকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এই বক্তব্য নিয়ে সমালোচনার মুখে গত জানুয়ারিতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারের প্রতিবাদে তার সমর্থকদের বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে তাকে মুক্তি দেওয়া হলে তা নিয়েও হয় সমালোচনা। সম্প্রতি তিনি দিল্লিতে গিয়েছিলেন পর্তুগালের ভিসা নিতে। সেখানেই তাকে কেউ একজন চিনে ফেলে এবং একটা ভিডিও রেকর্ড করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এরপরেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন ভারতের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। ওই কর্মকর্তারা মঙ্গলবার আর বুধবার তার ওপরে কীভাবে নজর রেখেছিলেন আর শেষমেষ তার সঙ্গে ঠিক কী কী করা হয়েছে, তা জানতে পেরেছে বিবিসি বাংলা। এমন দু-জন ব্যক্তির সঙ্গে বিবিসি বাংলা পৃথকভাবে কথা বলেছে, যারা গোটা ঘটনাক্রম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

অবশ্য তাদের নাম উল্লেখ করা হবে না, এই শর্তেই বিবিসি বাংলার সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা দু-জনেই বলেছেন যে, মাহদী হাসানকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়নি কোথাও। তবে এটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, "ভারত-বিরোধী কথা বলে এবং বাংলাদেশের এক হিন্দু পুলিশ কর্মকর্তাকে মেরে ফেলার প্রকাশ্য দাবি করে- এমন কোনো ব্যক্তিকে ভারতে অবস্থান করতে দেওয়া হবে না। তাকে এটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নিজের দেশেই ফিরে যাওয়া ছাড়া তার অন্য কোনো উপায় নেই।" ওই দুইজনের দেওয়া তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেই এই প্রতিবেদন।

কনট প্লেস, মঙ্গলবার বেলা ১১টা

দিল্লির প্রাণকেন্দ্র কনট প্লেসে একটি বেসরকারি সংস্থার দফতরে মঙ্গলবার সকালে প্রথম দেখা যায় মাহদী হাসানকে। তার পাশে এক নারীও বসেছিলেন। ওই বেসরকারি সংস্থাটি বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের হয়ে ভিসার আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে। জানা গেছে যে, মি. হাসান এবং তার পাশে বসা নারী পর্তুগালের ভিসার জন্য আবেদন করতে গিয়েছিলেন। পর্তুগালের ভিসা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের দিল্লিতে আসতে হয়, সেজন্য ভারতীয় ভিসা লাগে। জানা গেছে যে, বাংলাদেশের ভারতীয় দূতাবাস মাহদী হাসানকে ভিসা দিয়েছিল। মি. হাসান এবং তার সঙ্গে আসা এক নারী নিউ দিল্লি রেল স্টেশনের কাছাকাছি পাহাড়গঞ্জ এলাকার একটি হোটেলে ওঠেন বলে বিবিসি বাংলা জানতে পেরেছে। কনট প্লেসের ওই ভিসা কেন্দ্রে অপেক্ষা করার সময়ে কেউ তার ভিডিও রেকর্ড করে নেয়। সেই ব্যক্তি যে কে, সেটা কেউ জানাতে চাননি। তবে তিনি যে মি. হাসানকে চিনতে পেরেছিলেন, এটা নিশ্চিত। ভিডিও রেকর্ডকারী ব্যক্তিও সেখানে ভিসা নিতেই গিয়েছিলেন। তবে সেই ব্যক্তি পর্তুগালের জন্য নয়, অন্য কোনো দেশের ভিসা পাওয়ার আবেদন জানাতে গিয়েছিলেন বলে বিবিসি বাংলা জানতে পেরেছে। "মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ মাহদী হাসানকে চিহ্নিত করা যায়। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে খবর পেয়ে যাই। সেই সময়েই পর পর তার কাছে ভারতীয় আর বাংলাদেশের নানা নম্বর থেকে ফোন আসতে শুরু করে। সেই সব ফোন কারা করছিল, সেটা বলব না, কিন্তু তখনই মাহদী হাসান আন্দাজ করে যে, কোথাও একটা গন্ডগোল হয়েছে।" "একটা নতুন দেশে এসে, যেখানে তাকে কেউ চেনে না- তার কাছে হঠাৎ করে কেন এত অজানা নম্বর থেকে ফোন আসবে! এটা তাকে চিন্তায় ফেলে দেয়। অন্যদিকে কর্মকর্তারা তার ওপরে নজর রাখা শুরু করেন," বিবিসি বাংলাকে জানাচ্ছিলেন পুরো ঘটনাক্রম সম্বন্ধে জানেন, এমন একটি সূত্র। অন্য সূত্রটি বলছে যে, ওই ভিসা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে তিনি প্রথমে পুরোনো দিল্লির জামা

মসজিদ এলাকায় গিয়েছিলেন। "বেলা ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে তার (মাহদী) কাছে বাংলাদেশ থেকে কেউ জানায় যে, সে চিহ্নিত হয়ে গেছে। তখন সে নিশ্চিত হয় যে, অজানা নম্বরগুলো থেকে কারা, কেন ফোন করছিল। এরপরেই সে দিল্লিতে কয়েকটি জায়গায় গিয়েছিল আশ্রয়ের সন্ধানে। কেউই তাকে থাকতে দিতে রাজি হয়নি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন একটি সূত্র।

'দিল্লি ছাড়তে হবে'

বিবিসি বাংলা যে দু-জনের সঙ্গে কথা বলেছে, তাদের একজন জানিয়েছেন, মি. হাসান দিল্লি থেকেই ভিসা নিয়ে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তার সঙ্গে যে নারী ছিলেন, তিনি মি. হাসানেরই এক আত্মীয়া। ওই সূত্রটিই বলেছে যে, পরবর্তী সময়ে খরচের জন্য ক্রিপ্টো-কারেন্সি নিয়ে ভারতে এসেছিলেন মাহদী হাসান এবং তার পরিমাণ বাংলাদেশি টাকায় ৪০ লক্ষেরও বেশি। তবে অন্য সূত্রটি "এটা আমার এখতিয়ারে পড়ে না" বলে অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারেননি। তিনি এটাও নিশ্চিত করতে পারেননি যে, মি. হাসান দিল্লি থেকেই লিসবনে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন কি না। তবে মি. হাসানকে কেউ পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন পাহাড়গঞ্জের হোটেল থেকে সরে যান এবং বিমানবন্দরের কাছাকাছি কোনো হোটেলে ওঠেন। পাহাড়গঞ্জের হোটেল থেকে কাউকে দিয়ে তিনি নিজের ব্যাগ-সুটকেস আনিয়ে বিমানবন্দরের কাছাকাছি একটি হোটেলে ওঠেন মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। দিল্লি-ঢাকা ইন্ডিগোর বিমানের টিকিট তাকে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় রাতেই।

'ভিসা বাতিল'

একদিকে মাহদী হাসানের ওপরে নজর রাখা যেমন চলছিল, অন্যদিকে ভারতীয় কর্মকর্তারা খোঁজ করছিলেন যে, "ভারতবিরোধী কথা বলা কোনো ব্যক্তিকে ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস ভিসা কী করে দিল," সেই প্রশ্নের উত্তর। একটি সূত্র বলছে, "সে সম্ভবত বাংলাদেশে কোনো এজেন্টকে দিয়ে ভারতের ভিসা জোগাড় করেছিল। আর তার বিরুদ্ধে ভারতে তো কোনো মামলা নেই। সে পর্তুগালের ভিসা নেওয়ার জন্য ভারতে আসতে চেয়েছিল। তাই কীভাবে তার ভিসার আবেদন বাতিল করা যেত?" অন্য সূত্রটি জানাচ্ছে, "যেভাবেই ভিসা জোগাড় করে থাক সে, তার ভিসা রাতেই বাতিল করানো হয়েছে। সেই খবর অবশ্য সে আগে জানতে পারেনি।" দুটি সূত্রই বলছে যে, মাহদী হাসান এটা মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যেই বুঝে গিয়েছিলেন যে, তার পক্ষে আর একদিনও ভারতে থাকা সম্ভব না। এমনকি পর্তুগালের ভিসার জন্য তাকে কনট প্লেসের ওই বেসরকারি সংস্থা দফতরে বুধবার সকালে দ্বিতীয়বার যেতে বলা হলেও, সেখানে যে তিনি যেতে পারবেন না, এটা বুঝে গিয়েছিলেন। "বিমানবন্দরের কাছের ওই হোটেলে সকালের জল-খাবার খেয়ে ৮টা ১০ মিনিটে সে রওয়ানা দেয়, আর ৮টা ৫০ মিনিট নাগাদ সিকিউরিটি চেক করতে এগোয়," বিবিসিকে জানিয়েছে দুটি সূত্রই। তারা দু-জনে জানাচ্ছেন যে, ইন্ডিগোর ১২টা ৪০ মিনিটের ফ্লাইটের টিকিট ছিল তার কাছে। এটা দিল্লি বিমানবন্দরে একটি সেলফি ভিডিও করার সময়ে নিজেও জানিয়েছিলেন তিনি। ওই ভিডিওটি তিনি সামাজিক মাধ্যমে আপলোডও করেছেন। সেখান তিনি হয়রানির শিকার হওয়ার অভিযোগও করেছেন। একটি সূত্র বলছে, মাহদী "বিমান সংস্থার চেক ইন কাউন্টারে গিয়ে তিনি নিজের বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করে সিকিউরিটি চেকের জন্য এগোন।" "নিরাপত্তা চেকিংয়ের জন্য তিনি নিজের লাগেজ স্ক্যানারের কনভেয়র বেল্টে দেন। লাগেজ এগিয়ে যায়, তিনি লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময়েই এক ভারতীয় কর্মকর্তা তাকে একটু সরে আসতে বলেন," বিবিসিকে জানিয়েছে একটি সূত্র।

জেরা শুরু

নিরাপত্তা চেকিংয়ের লাইন থেকে তাকে সরিয়ে এনে শুরু হয় জেরা। "বিভিন্ন এজেন্সির কর্মকর্তারা তাকে জেরা করেন, খুব শান্তভাবে, কোনো শারীরিক নিগ্রহ ছাড়াই," বলছে দুটি সূত্রই। তাদের একজন বলছেন যে, মি. হাসান যদি কোনো অপরাধ করে থাকেন, সেটা তো বাংলাদেশের বিষয়, ভারত কেন সেখানে মাথা ঘামাবে। তবে একটি সূত্র বলছে, "আমাদের তিনটা পয়েন্ট ছিল। প্রথমত, সে ভারতকে অপমান করেছে, কটু কথা বলেছে। দ্বিতীয়ত, সে একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে বলে প্রকাশ্যে দাবি করেছে, তাই সে একজন সন্দেহভাজন ক্রিমিনাল। তৃতীয় পয়েন্টটাই সব থেকে গুরুত্ব পেয়েছে আমাদের কাছে, সে একজন হিন্দু অফিসারকে মেরেছে বলে দাবি করেছে। এত কিছুর পরেও সে দিল্লিতে আসবে আর এখান থেকে অন্য কোনো দেশে চলে যাবে, আর আমরা চুপ করে বসে থাকব?" প্রায় আধাঘণ্টা তাকে জেরা করা হয় দিল্লির বিমানবন্দরেই। দুটি সূত্রই জানাচ্ছে, তাকে কোনোরকম শারীরিক নিগ্রহ করা হয়নি।

বাংলাদেশে ফিরে কী বললেন মাহদী হাসান?

দিল্লি থেকে বুধবার বিকেলে ইন্ডিগোর বিমানে বাংলাদেশে ফিরেছেন মাহদী হাসান। বিমানবন্দরেই কয়েকজন সাংবাদিক তাকে ঘিরে ধরে জানতে চান যে, দিল্লিতে তার সঙ্গে ঠিক কী হয়েছিল। গোড়ায় তিনি সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন না। অপেক্ষমাণ গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতেই তিনি বলেন, "বলব আমরা, জানাবো, জানাবো।" এরপরে তিনি বলেন, "আমাকে এসএডি লিডার, বৈষম্যবিরোধী নেতা বলে আটক করা হয়েছিল। তারপর হচ্ছে আমাকে প্রচণ্ড হ্যারাস করা হয়েছে। আমি ফুল লাইফ রিস্কে ছিলাম।" "এটা আমি বলে না, যে-কোনো অন্য একটা দেশের নাগরিককে যে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা, সেটা দেয় নাই। সো এইটা আমরা ডিটেইলসে জানাবো পরে," সংবাদ মাধ্যমকে জানান তিনি। একজন সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনার ওয়ালেটে নাকি ক্রিপ্টো কারেন্সি

পাওয়া গিয়েছিল, সেই বিষয়টা যদি ক্লিয়ার করেন।" জবাবে তিনি বলেন যে, ওগুলো 'গুজব'। "বাংলাদেশে ফেরার পরেও বিমানবন্দরেও এক দফা জেরার মুখে পড়তে হয়, সেটাও জানান মি. হাসান। "আমাকে আটকানো হয়েছিল, জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বাংলাদেশেও। পরবর্তীকালে আমাকে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়," মন্তব্য মাহদী হাসানের। ভারতের যে দুটি সূত্র থেকে মাহদী হাসানকে ঘিরে দিল্লির ঘটনাবলি সম্পর্কে বিবিসি বাংলা জানতে পারে, সেই ব্যাপারে তার বক্তব্য জানতে দু-দিন ধরে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি আমরা। কিন্তু কোনোভাবেই তার সঙ্গে ফোনে কথা বলা যায়নি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ট্রাম্পের নতুন শুল্ক ঘোষণার পর বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তির ভবিষ্যৎ কী?

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধে হঠাৎই বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বহুল আলোচিত 'ইউনিভার্সাল বেসলাইন ট্যারিফ' যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পরিপন্থি এবং আইনিভাবে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। এই রায় কেবল আমেরিকার অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং এর ওপর নির্ভর করছে বিশ্ব অর্থনীতির উত্থান-পতন। অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের জন্যও বড়ো মাথা ব্যথার কারণ ট্রাম্পের এই শুল্কনীতি। শুল্ক নিয়ে চলমান বৈশ্বিক অস্থিরতায় ট্রাম্প প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে- এমন প্রশ্ন যেমন রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের সঙ্গে হওয়া চুক্তির কী হবে, শুল্ক বাতিল হলেও অন্য শর্তগুলো বহাল থাকবে কি না- এমন নানা প্রশ্ন সামনে আসছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে ক্ষমতায় বসার পর থেকেই মার্কিন পাল্টা শুল্ক নিয়ে টালমাটাল গোটা বিশ্ব। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের কয়েক হাজার কোটি টাকার ভাগ্যের চাবিকাঠিও এখানে। নানা আলোচনা আর দরকষাকষির পর ক'দিন আগেই শুল্ক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ। অবশ্য এ নিয়ে দেশের অর্থনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীসহ খাত সংশ্লিষ্টদের নানা সমালোচনা রয়েছে। যদিও চুক্তি স্বাক্ষর ঘিরে বছর জুড়ে যে অস্থিরতা চলছিল, সেটি দূর করে সম্প্রতি নতুন কৌশল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের মাধ্যমে আবারও এক নতুন মোড় নিয়েছে পুরো বিষয়টি। বাংলাদেশ কি এই রায়ে লাভবান হবে, নাকি ট্রাম্পের 'প্ল্যান বি' আমাদের আরও বড়ো সংকটে ফেলবে, এমন প্রশ্ন নতুন করে সামনে আনছেন অনেকে।

আদালতের রায়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অন্য আইনে নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। এখন পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে, বাংলাদেশের ১৯ শতাংশ শুল্ক কমে ১০ শতাংশ হচ্ছে। এটাকে আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের। তারা বলছেন, দেশটির যে আইনে ট্রাম্প নতুন শুল্কের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেখানে আপাতত শুল্ক কমার বিষয়টি ছাড়া বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদে তেমন স্বস্তির বার্তা নেই। অবশ্য দেশের শিল্প কারখানাগুলোর কাজের পরিবেশ, পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স ঠিক রাখাসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি যদি ভালো থাকে, তাহলে প্রেক্ষাপট ভিন্ন হতে পারে। কারণ দেশটির 'ট্রেড অ্যাক্ট ১৯৭৪'-এর ধারা ১২২ ব্যবহার করে ১৫০ দিনের জন্য ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের যে নতুন সিদ্ধান্ত ট্রাম্প নিয়েছেন, সেটি একটি দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ যাচাই করে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তিতে কী থাকছে?

২০২৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প তার 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। ২০২৫ সালের শুরুতেই তিনি ঘোষণা করেন, পৃথিবীর যে-কোনো দেশ থেকে আমেরিকায় পণ্য ঢুকলে তার ওপর ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হবে। বাংলাদেশের জন্য এটি ছিল বিনামেঘে বজ্রপাত। ভিয়েতনাম বা ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমমূল্য কম হলেও মার্কিন শুল্কের কারণে বাংলাদেশি পোশাকের দাম আমেরিকায় আকাশচুম্বী হয়ে যায়। ফলে ওয়ালমার্ট, গ্যাপ বা এইচঅ্যান্ডএম-এর মতো বড়ো বড়ো ক্রেতারা বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার হুমকি দেয়। ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর বিভিন্ন হারে রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পাল্টা শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র, যেটা বিশ্ব অর্থনীতিতে এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশ পড়ে ৩৫ শতাংশ শুল্কের আওতায়। শেষ পর্যন্ত দরকষাকষি শেষে উভয় পক্ষ 'অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড' নামে এই বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যার ফলে বাংলাদেশের উপর মার্কিন পাল্টা শুল্ক দাঁড়ায় ১৯ শতাংশ। যার বিনিময়ে বাংলাদেশকে আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা, সয়াবিন এবং অন্তত চারটি বোয়িং বিমান কিনতে সম্মত হয়। তখন এই চুক্তিকে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদরা 'অসম' এবং 'জবরদস্তিমূলক' বলে সমালোচনা করেছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট শুল্ক নিয়ে সম্প্রতি যে রায় দিয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে ইন্টারন্যাশনাল ইমারজেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট বা আইইইপিএ ব্যবহার করে শুল্ক বসিয়েছিলেন, সেটি জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে হলেও আসলে ছিল অর্থনৈতিক জবরদস্তি। এই রায়ের ফলে এতদিন ধরে বাংলাদেশ, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের ওপর ট্রাম্প প্রশাসন যে পাল্টা শুল্ক আরোপের চুক্তি করছিল, সেটি আর কার্যকর থাকছে না। তবে পিছু হটেননি ট্রাম্প। আদালতের রায়ের কয়েক ঘণ্টার মাথায় তিনিও অন্য একটি আইনে নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেছেন। হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, যুক্তরাজ্য, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন-সহ আমেরিকার সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন দেশগুলোকে এখন থেকে তাদের পূর্বে আলোচনা করা শুল্ক হারের পরিবর্তে 'ধারা

১২২'-এর অধীনে বিশ্বব্যাপী ১০ শতাংশ শুল্কের সম্মুখীন হতে হবে। ওই কর্মকর্তা বলছেন, শুল্কের বিষয়টি পরিবর্তন হলেও বাণিজ্য চুক্তি বাতিল হচ্ছে না। তাই চুক্তির অধীনে যে-সব বিষয়ে সম্মতি বা যে-সব শর্ত রয়েছে, সেগুলো মেনে চলবে বলেই আশা করে ট্রাম্প প্রশাসন।

ট্রাম্প প্রশাসন যে পথে

বিশ্ব বাণিজ্যে অন্য দেশের ওপর শুল্ক আরোপের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নয়, বরং কংগ্রেসের হাতেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা। ট্রাম্প যে আইনের উপর ভিত্তিতে শুল্ক আরোপ করেছিলেন, সেটি মূলত ১৯৭৭ সালের জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইনে, যেখানে ট্রাম্পকে এত ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। শুল্ক ইস্যুতে দেশটির সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর, এই রায় কার্যকরে প্রক্রিয়া নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। এছাড়া, যে-সব বড়ো কোম্পানি ইতোমধ্যে বাড়তি হারে শুল্ক পরিশোধ করেছে, তাদের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে কিনা, এমন নানা জটিলতাও রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের এমন রায় নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রায় প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা পর হোয়াইট হাউজে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "আমি আদালতের কিছু সদস্যকে নিয়ে লজ্জিত। আমাদের দেশের স্বার্থে সঠিক কাজটি করার সাহস দেখাতে না পারায় আমি তাদের নিয়ে পুরোপুরি লজ্জিত।" নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের যে সিদ্ধান্ত ট্রাম্প জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী এই পথে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার প্রেসিডেন্টের হাতে রয়েছে। 'ট্রেড অ্যাক্ট ১৯৭৪'-এর ধারা ১২২ ব্যবহার করে নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রাম্প। নিয়ম অনুযায়ী, এই সময়ের মধ্যে মার্কিন কর্তৃপক্ষ যাচাই করবে যে, সংশ্লিষ্ট দেশ আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাকটিস করছে কি না। এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশটির শ্রমবাজার, শ্রমিকের কর্ম-পরিবেশ, বেতন, পরিবেশ দূষণ, নারীদের কর্ম পরিবেশ এসব বিষয়ে অনিয়ম হচ্ছে কি না, সেগুলো তদন্ত করবে মার্কিন প্রশাসন। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে মার্কিন আইন অনুযায়ী। যদি কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট দেশটিকে ঘাটতি থাকা বিষয়গুলো ঠিক করতে আরও ১৫০ দিনের সময় দেওয়া হবে। তবে এই সময় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র। এক্ষেত্রে বাড়তি শুল্ক আরোপ বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখা না রাখার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে কংগ্রেসের শরণাপন্ন হতে হবে। আর যদি কোনো অনিয়ম না পাওয়া যায়, তাহলে শুল্ক শূন্যের কোটায় নামিয়ে ফিরতে হবে নিয়মিত বাণিজ্য প্রক্রিয়া বা চুক্তিতে।

কী করবে বাংলাদেশ?

বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র। যদিও দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বড়ো বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। দুই দেশের ৮০০ কোটি ডলারের বাণিজ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি বেশি, আমদানি কম। পাল্টা শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে বাণিজ্য ঘাটতির এই বিষয়টিকে বড়ো করে সামনে এনেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে বাংলাদেশও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিমান, কৃষিপণ্যসহ নানা পণ্য আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অবশ্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিদায়ের আগ মুহূর্তে যে চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হয়েছে, সেটি নিয়ে খুশি হতে পারেননি বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ কিংবা ব্যবসায়ীদের কেউই। তাদের মতে, ওই চুক্তিতে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের চেয়ে আমেরিকা বেশি লাভবান হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ কী করতে পারবে, কী পারবে না এই বিষয়গুলোই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বিবিসি বাংলাকে বলছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্প্রতি যে চুক্তি হয়েছে, সেটি অসম। আমাদের প্রাপ্তির চেয়ে ক্ষয় বেশি, কঠিন কঠিন শর্ত ওখানে আছে।" তিনি বলছেন, "ট্রাম্পের ট্যারিফ শুরু থেকেই আনপ্রেডিক্টাবল, কখন কী হয় বলা যাচ্ছে না। এখন যে ১০ শতাংশ দিয়েছে, সেটা আবার কয়দিন থাকে, সেটাও তো অনিশ্চিত।" তবে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর পরিস্থিতি বদলেছে বলেই মত অর্থনীতিবিদদের। যদিও এ নিয়ে আলোচনার সময় এখনো আসেনি বলেই মনে করেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন। তিনি বলছেন, এই মুহূর্তে পুরোনো চুক্তি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা না করে বাংলাদেশের উচিত চুপ থেকে সময় নেওয়া। "যে সমস্ত শর্তে আমরা চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছি, সেগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করতে গেলে ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য কমানোর মতো কঠোর সিদ্ধান্তও নিতে পারে" বলে মনে করেন তিনি। মি. হোসেন বলছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্টের রায় আমাদের জন্য এটা সুখবর। তবে আলোচনার জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে, একইসাথে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।" "ট্রাম্প এখন যে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, এটি ১৫০ দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে। এর মধ্যে মার্কিন প্রশাসন তাদের মতো করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ তদন্ত করবে। তাই বাংলাদেশের উচিত হবে, যে-সব বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে, সেগুলো ঠিক করা বা যথাযথ উত্তর নিয়ে প্রস্তুত থাকা," বলেন মি. হোসেন। অবশ্য ১৫০ দিনের এই সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এতগুলো দেশের তদন্ত শেষ করে ব্যবস্থা নেবে, এটি সম্ভব নয় বলেও মনে করেন মি. হোসেন। "এতগুলো দেশে এই কম সময়ে যে-সব বিষয় তদন্ত করতে হবে, সেটি মার্কিন প্রশাসনের জন্যও সম্ভব না। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য তো চীন এবং তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরা," বলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

আকাশবাণী কলকাতা

শহিদদের স্মরণে বাংলাদেশে আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঢাকা শহরে ছাত্রদের প্রবল আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ছাত্র রফিক উদ্দিন আহমেদ, আবুল বরকত, মো. সালাউদ্দিনসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র। ভাষা আন্দোলনের সেই শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাষ্ট্রসংঘের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাদেশে ঠিক মধ্যরাতের পর ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের শোকাবিভূত হাজার হাজার মানুষ শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।
(আকাশবাণী কলকাতা: ১৩:৩০ ঘ, ২১.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

এনএইচকে

ইরানের উপর সীমিত মাত্রায় আক্রমণের কথা 'বিবেচনা' করছেন ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে, তিনি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দেশটির উপর সামরিক অভিযান চালানোর কথা "বিবেচনা" করছেন। তবে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন যে, তিনি এখনও সংলাপের মাধ্যমে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়ে আশাবাদী। ট্রাম্প চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য ইরানের উপর চাপ দিচ্ছেন। ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে দুটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী স্ট্রাইক গ্রুপ মোতায়েন করা হয়েছে। শুক্রবার ওয়াশিংটনে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের গভর্নরদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্পকে ইরানের উপর সীমিত আকারে আক্রমণ চালানোর সম্ভাবনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে তিনি জানান, "এটাই বলতে পারি যে, সেরকম একটি সম্ভাবনা আমি বিবেচনা করছি।" ওদিকে, শুক্রবার আরাঘচি মার্কিন সংবাদমাধ্যম এমএস নাউকে বলেন যে, একটি কূটনৈতিক সমাধান এখন "নাগালের মধ্যে" এসেছে। তিনি বলেন যে, তার পরবর্তী পদক্ষেপ হলো মার্কিন প্রতিপক্ষদের কাছে একটি সম্ভাব্য চুক্তির খসড়া উপস্থাপন করা। (এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ২১.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

একুশের চেতনায় দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, একুশের চেতনাকে ধারণ করে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম পার হয়ে দেশে আজ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি দেশের বিদ্যমান ভাষা বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেছেন। তিনি মাতৃভাষা বাংলাসহ বিশ্বের সব ভাষার মানুষ ও জাতিগোষ্ঠীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার এই আন্দোলন শুধু ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাই করেনি, বরং বাঙালির স্বাধিকার, গণতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক চেতনার ভিত্তিকে করেছে আরো মজবুত ও সুদৃঢ়। একুশের এই রক্তাক্ত পথ ধরেই মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বলেন প্রধানমন্ত্রী। মাতৃভাষার প্রতি বাঙালির ত্যাগ ও ভালোবাসার স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একুশের চেতনা এখন বিশ্বজুড়ে সব ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও সুরক্ষার আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। এই দিনে তারেক রহমান বিশ্বজুড়ে সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শহিদ মিনারে ফুলেল শ্রদ্ধা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। খালি পায়ে ফুল হাতে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তারা। তাদের অনেকের পরনে ছিল একুশের প্রতীক সাদা-কালো পোশাক।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি; বাংলাদেশ কি বেরিয়ে আসতে পারবে?

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সমালোচনা। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলছেন, সরকার চাইলেই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের করা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আছে নানা সমালোচনা। কিন্তু সদ্য বিদায়ি অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলছেন, সমালোচকেরা না জেনেই সমালোচনা করছেন। কারণ, সরকার চাইলেই এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বলেও জানান তিনি। অন্তর্বর্তী সরকার বিদায় নেওয়ার

এক সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিটি করে বাংলাদেশ। আর ওই চুক্তির ফলে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক এক শতাংশ কমিয়ে ১৯ শতাংশ করে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে মোট শুল্ক দাঁড়ায় ৩৪.৫ শতাংশ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈশ্বিক শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। অবশ্য আদালতের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আদালতের রায়কে "হাস্যকর" বলে উড়িয়ে দিয়ে ট্রাম্প আবারও সব দেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। এই শুল্ক বিদ্যমান যে-কোনো শুল্কের ওপরে যুক্ত হবে। আদালতের রায়ের পর নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করায় বাংলাদেশের ওপর শুল্ক হবে ২৫.৫ শতাংশ। এই ১০ শতাংশ শুল্ক সব দেশের জন্য সমান। ফলে বাংলাদেশের নতুন করে ভাবার সময় এসেছে যে, ওই চুক্তি বাতিল করে নতুন করে চুক্তি করবে, নাকি ওই চুক্তি সংশোধন করবে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, যে শুল্ক চুক্তি করা হয়েছে, তার চেয়ে এটা বাংলাদেশের জন্য অনেক ভালো।

কিন্তু বাংলাদেশ এখন কীভাবে এই সুবিধা নেবে, তা বুঝতে হলে চুক্তিতে কী আছে, সবার আগে তা জানতে হবে। কিন্তু চুক্তিটি নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট হওয়ার কারণে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতেই অর্থনীতিবিদ ও আইন বিশ্লেষকেরা বিষয়টি নিয়ে কথা বলছেন। তারা বলছেন, চুক্তিটি পুরোপুরি না দেখে আন্দাজ করা কঠিন যে, চুক্তিতে কী আছে এবং এর ফলাফল কী হতে পারে। অবশ্য চুক্তি সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে, তাতে চুক্তিটি বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে বলে মনে করছেন তারা। বলছেন, এমনকি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও সীমিত করা হয়েছে এতে। চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে এক হাজার ৬৩৮টি পণ্যে শুল্ক সুবিধা দেবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সুবিধা পাবে ছয় হাজার ৭১০টি পণ্যে। এর বিনিময়ে ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ১৯ শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করা হবে। কিন্তু, এর বাইরে আরো অনেক শর্ত আছে। তার মধ্যে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৪টি বোয়িং কিনতে হবে, ১৫ বছরে এক হাজার ৫০০ কোটি ডলারের জ্বালানি কিনতে হবে, বছরে ৩৫০ কোটি ডলারের কৃষিপণ্য আমদানি করতে হবে, তাদের দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনা বাড়াতে হবে, কিছু নির্দিষ্ট দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনা সীমিত রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো পণ্যে কোটা আরোপ করা যাবে না, অশুল্ক বাধা দূর করতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য প্রতিযোগিতায় পড়বে না- এমন উদ্যোগ নিতে হবে, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৯ শতাংশ করবে আর যুক্তরাষ্ট্রের সুতা ও তন্তু দিয়ে তৈরি পোশাকে পাল্টা শুল্ক বসাবে না তারা।

অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ ড. মাসরুর রিয়াজ ডয়চ ভেলেকে বলেন, "এখানে ট্যারিফের বাইরে অনেক কিছু আছে, যা ট্যারিফের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু সেগুলোও এই চুক্তিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদেশের সঙ্গে চুক্তি করা, বাণিজ্য চুক্তি, প্রতিরক্ষা ক্রয়, এসব ব্যাপারে চুক্তিতে যা আছে, তা বাংলাদেশের সার্বভৌম সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে ক্ষমতা, তা সীমিত করে দিয়েছে। আর ইউএস-এর র ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করলে বাংলাদেশের যে সুবিধা পাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তাও পরিষ্কার না। তাই এই চুক্তিটি বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে।" আর নিরাপত্তার নামেও অনেক ইস্যু আছে, যা বাংলাদেশের বিপরীতে যায় বলেও মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, "সবচেয়ে বড়ো কথা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি শক্তিশালী দেশের সঙ্গে নির্বাচনের মাত্র তিনদিন আগে অন্তর্বর্তী সরকার এই চুক্তি করল। তাড়াহুড়ো করে কেন এই চুক্তি করা হলো? কাউকে কিছু না জানিয়ে অন্ধকারে রেখে এই চুক্তি করা তো সন্দেহজনক।" অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি স্টাডিস (বিলস)-এর গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবীর বলেন, "আমরা চুক্তিতে অনেক পণ্য কেনার কথা বলেছি। যেমন ১৪টা বোয়িং কিনতে আমাদের ১৫ বিলয়ন ডলার খরচ হবে। এটার জন্য আমাদের বড়ো রকমের অর্থনৈতিক চাপে পড়তে হবে। যে-সব কৃষি ও খাদ্যপণ্য আমাদের কিনতে হবে, সেই সব পণ্যের দাম কিন্তু আমাদের পাশের বা অন্যদেশ থেকে কম দামে কেনা যায়। কিন্তু আমাদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেশি দামে কিনতে হবে। পরিবহণ খরচও বেশি। আবার আনতে সময়ও লাগবে বেশি। আবার এমন অনেক কৃষিপণ্য আমদানি করতে হবে, যা আমাদের কৃষকেরাই উৎপাদন করে। ওই পণ্য আমদানি করলে আমাদের কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এরকম আরো অনেক বিষয় আছে, যা বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। আবার তাদের তুলা থেকে গার্মেন্টস পণ্য বাংলাদেশ উৎপাদন করলে ১৯ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে, না বলা হলেও আসলে সেখানে আরো অনেক শর্ত আছে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের হাতেই নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে।" তিনি আরো বলেন, "কোন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ চুক্তি করতে পারবে আর কোন দেশের সঙ্গে পারবে না, তাও এই চুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে। রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে চুক্তি করলে বাংলাদেশের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক পুনর্বহাল করবে যুক্তরাষ্ট্র। সামরিক ও সামরিক সরঞ্জাম কেনার চুক্তির বাধ্যবাধকতা, আবার তা ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু তাদের হাতে। ফলে এই চুক্তির প্রায় সবই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গেছে।

আদালতের রায়ে কি নতুন সুযোগ এলো?

শুক্রবার ট্রাম্প যে পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করেছেন, তা অবৈধ ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট। আদালত বলেছে, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ইমারজেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট (আইইইপিএ) প্রয়োগ করে ওই শুল্ক আরোপ করেছিলেন। কিন্তু আইনটি প্রেসিডেন্টকে এই শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দেয় না। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে ব্যাপক

অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। তিনি সব দেশের পণ্যের ওপর অন্য আইন প্রয়োগ করে নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা দিয়েছেন। ড. মাহফুজ কবীর বলেন, "এটা আগের চেয়ে ভালো। এটা এখন সব দেশের জন্য। ফলে বাংলাদেশের জন্য এটা দাঁড়াবে মোট ২৫.৫ শতাংশ (আগের ১৫.৫ শতাংশসহ), যা চুক্তির চেয়ে অনেক ভালো। আর এটা সবার জন্য সমান হওয়ায় কোনো চাপ হবে না। চুক্তি অনুযায়ী হলে এটা হতো ৩৪.৫ শতাংশ। কিন্তু এখন এটা বাংলাদেশ কীভাবে কাজে লাগাবে, তা দেখতে হবে।" আর ড. মাসরুর রিয়াজ বলেন, "আসলে আমরা কি চুক্তি করেছি, সেটা পুরোপুরি না জানলে অনেক কিছুই বলা সম্ভব নয়। কারণ আমরা একটা বাণিজ্য চুক্তি করেছি। এটা শুধু পারস্পরিক শুল্ক নিয়ে নয়। ফলে চুক্তি বাতিল করার মতো অবস্থায় আমরা আছি কিনা, তা দেখতে হবে। শুধু শুল্কের বিষয়ে আদালতের নির্দেশ পাওয়া গেল। কিন্তু চুক্তির অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে কী হবে? আমার মনে হয় নতুন সরকারের যারা দায়িত্ব নিয়েছেন, তাদের দ্রুত সব বিষয়ে পর্যালোচনা করে এগোনো দরকার।" তিনি আরো বলেন, "আমরা চুক্তি বাতিল করব, নাকি ওই চুক্তি আবার রিভাইস করব, সেটা সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশ। চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব কী না, সেটাই বড় প্রশ্ন।"

বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বার্তা পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, সেখানেও তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছেন। প্রতিরক্ষা চুক্তির ব্যাপারেও দৃঢ় পদক্ষেপের আশা করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন বিশ্লেষক ব্যারিস্টার এ এম মাসুম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি আর সেখানকার আদালতের রায় দুইটিই পুরোপুরি একসঙ্গে না দেখে আসলে মন্তব্য করা কঠিন। আর এর কোনোটিই আমাদের কাছে এখনও উন্মুক্ত না। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের রায় একটি জেনারেল রায়। এটা সব দেশের জন্য। কিন্তু আমরা তো আলাদা একটা চুক্তি করেছি।" তিনি বলেন, "এখন আমরা যে চুক্তি করেছি, সেটা কোন আইনের অধীনে, সেটা যদি আন্তর্জাতিক কোনো আইন বা নীতির অধীনে করি, সেটা তো কোনো একক দেশের আইনে হবে না। যে আইনে করা হয়েছে, সেই আইন প্রাধান্য পাবে। আসলে এখন সরকারের চুক্তি পর্যালোচনা করে দেখা দরকার।" তিনি আরো বলেন, "আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি, তা দিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা বলা সম্ভব নয়। চুক্তিতে অনেক বিষয় থাকে। চুক্তি তো প্রকাশ করা হয়নি।"

যা বলছেন সাবেক বাণিজ্য উপদেষ্টা

বিষয়টি নিয়ে সদ্য বিদায়ি অন্তবর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলছেন ভিন্ন কথা। সমালোচনাকারীদের মন্তব্যেও চটেছেন তিনি। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "উনারা খুব ভুল কথা বলছেন। খুবই ইনিশিয়াল, আমাদের যে টেক্সটা ছিল, ওই টেক্সটার ওপরেই উনারা কথা বলছেন এবং পারপাসফুলি তারা মানুষকে মিসগাইড করছেন। তারা যে-সব কথা বলছেন, তার অধিকাংশই অসত্য।" সাবেক বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, "আমাদের ওই চুক্তির মধ্যে এন্ট্রি ক্লজ, এক্সিট ক্লজ-দুটিই আছে। এটা এই অ্যাগ্রিমেন্টের একটা বিউটি। আমরা তো এখনও এই চুক্তিতে এন্ট্রি করিনি। ধরে নিই, যদি এন্ট্রি করেছি, তাহলে তো চাইলে এক্সিট করতে পারি। সেই সুযোগ তো আছে। আমি দেখলাম, বেশ কয়েকজন বাঘা বাঘা ইকোনমিস্টসহ অনেকেই একেবারে অসত্য কথা বলছেন। এটা উনারা না বুঝে বলছেন, নাকি বুঝে বলছেন, আমি জানি না।" তিনি আরো বলেন, "শুধু এন্ট্রি বা এক্সিট না, চুক্তির আরো যে-সব বিষয় নিয়ে তারা কথা বলছেন, সেগুলোও নিয়েও তারা না জেনে বলছেন।" এই চুক্তি নিয়ে সদ্য দায়িত্ব নেওয়া নতুন সরকার কীভাবে ভাবছে, তা অবশ্য জানা যায়নি। কারণ, বিষয়টি নিয়ে জানতে নতুন সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, তাদের সাড়া মেলেনি। বিপরীতে, জাপানের সঙ্গে যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি করেছে অন্তবর্তী সরকার, সেটা দেশের জন্য ইতিবাচক বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

তেজগাঁওয়ের অফিসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, ফুলের চারা রোপণ

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রথমবারের মতো অফিস করতে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা ১০ মিনিটে তার গাড়িবহর কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছালে সেখানে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এদিন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় চত্বরে একটি 'স্বর্ণচাঁপা' ফুলের চারা রোপণ করেন। বৃক্ষরোপণ শেষে তিনি মহান আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন। এর আগে, বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয় প্রথমদিন অফিস করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ওইদিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সচিবালয়ে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

চলতি মাস থেকেই শুরু হবে ফ্যামিলি কার্ডের কার্যক্রম: তথ্যমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, চলতি মাস থেকেই দেশজুড়ে ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। এই কার্ডের মাধ্যমে শুরুতে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করা হবে। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় বরিশাল শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে মহান শহিদ দিবস ও

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন, ক্ষমতার এই পালা-বদলের মধ্যদিয়ে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ গড়বো। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আই হ্যাভ এ প্ল্যান, আমরা সেই প্লানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবো। আমাদের সেই পরিকল্পনা হচ্ছে, আমাদের পশ্চাৎপদ নারী, আমরা তাদের ক্ষমতায়ন করতে চাই। তাদের পিছিয়ে রেখে এই কাজ চলতে পারে না। আমরা তাই ফ্যামিলি কার্ড দিতে চাই। তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এই মাসের মধ্যেই আমরা ফ্যামিলি কার্ড বণ্টনের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসতে পারে ১০-১২ মার্চ : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আগামী ১০ থেকে ১২ মার্চের মধ্যে বসতে পারে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাতে গণমাধ্যমকে তিনি এ কথা জানান। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসবে আগামী ১২ মার্চ অথবা এর দুই-তিন দিন আগে। এই অধিবেশনে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন হবে। সংবিধান অনুযায়ী, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করতে হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী তা করেন। ১২ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হয়েছে। সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের গেজেট প্রকাশ হয় পরদিন। সেই হিসেবে ১৪ মার্চের মধ্যে সংসদের প্রথম অধিবেশন বসার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নতুন সংসদ সদস্যরা শপথ নিয়েছেন মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি)। এরই মধ্যে সংসদ নেতা নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে প্রধানমন্ত্রী করে বিএনপির নতুন সরকার এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে। তবে বিএনপি এখনো স্পিকার, সংসদ উপনেতা ও চিফ হুইপ নির্বাচন করেনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

সাকিবকে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু, এ প্লাস ক্যাটাগরি নিয়ে যা বললেন ফারুক

বাংলাদেশ ক্রিকেটের 'পোস্টার বয়' সাকিব আল হাসানকে আবারও জাতীয় দলে ফেরানোর জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বিসিবির সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, সাকিবকে মাঠে ফেরানোর ব্যাপারে ক্রিকেট বোর্ড ইতিবাচক এবং এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আইনি বিষয়গুলো সুরাহার চেষ্টা চলছে। শুক্রবার বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের ইফতারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নানা বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেন ফারুক। সাকিবের ফেরা প্রসঙ্গে ফারুক আহমেদ বলেন, "সাকিবের বিষয়টা কিন্তু চলমান ছিল। আমি সভাপতি হওয়ার পর থেকেই চেষ্টা করছি। সাকিবের ফিটনেস এবং প্রফেশনালিজম নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ক্রিকেট বোর্ড সব সময় চায় সাকিব বাংলাদেশের হয়ে খেলুক। সাকিব আমাদের জন্য একটা অ্যাসেট এবং ব্র্যান্ড। ওর ফিটনেস দেখে ওকে সিলেক্ট করা আমাদের পার্ট, তবে আইনি বিষয়গুলো সরকার দেখছে। আশা করছি, আপনারা খুব দ্রুতই একটা সুখবর পাবেন।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

গুলশানে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ৬ জন আটক, পুলিশ বলছে ভিক্ষুক

রাজধানীর গুলশানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বাসভবনের সামনে থেকে পাঁচ নারী ও এক পুরুষকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ বলছে, ভিক্ষার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন তারা। পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের থানায় নেওয়া হয়। আটকরা হলেন- সুনামগঞ্জের খোদা বক্স আক্তার (২৬), বাড্ডার খাদিজা বেগম (৪০), মগবাজারের খাদিজা বেগম (৩৫), কড়াইল বস্তির সাহেদা বেগম (৪৮) ও মোহাম্মদ সিদ্দিক (৪০) এবং টঙ্গীর রিনা আক্তার (৪৮)। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় তাদের থানায় আনা হয়েছে বলে জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল ইসলাম। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

যাত্রাবাড়িতে ব্যাগ তল্লাশি করতে চাওয়ায় পুলিশ সদস্যকে ছুরিকাঘাত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ির কুতুবখালী পকেট গেট চেকপোস্টে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মো. শাহ্ আলম (২৮) নামের এক পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছেন। ওই পুলিশ কনস্টেবল যাত্রাবাড়ি থানায় কর্মরত। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। পরে সহকর্মীরা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। আহত শাহ্ আলমের সহকর্মী পুলিশের নায়েক নজরুল ইসলাম বলেন, যাত্রাবাড়ির কুতুবখালীর পকেট গেটে চেকপোস্টে দায়িত্ব পালন করার সময় অজ্ঞাতপরিচয় দু-জন ব্যক্তির কাছে দুটি ব্যাগ ছিল। সেটি তল্লাশি করতে চাইলে কোনো কিছু বোঝার আগেই তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে পালিয়ে যান। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি ৩০৩ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। নৌ-বাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে সাক্ষাতের

বিষয়টি জানানো হয়। সাক্ষাৎকালে দেশের জলসীমার সার্বিক নিরাপত্তা, সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy), সমুদ্র সম্পদ রক্ষা এবং নৌ-বাহিনীর সক্ষমতা ও আধুনিকায়নের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এ সময় নৌ-বাহিনীর পেশাদারিত্ব, দেশপ্রেম এবং সমুদ্রসীমা সুরক্ষায় তাদের নিরলস প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বাংলাদেশের জলসীমা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত-শান্তিতে ও সংগ্রামে, সমুদ্রে দুর্জয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

মামুনুল হকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ আসিফ মাহমুদের

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মওলানা মামুনুল হকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) মামুনুল হকের বাসায় এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জাতীয় ঐক্য এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে মতবিনিময় হয়। মতবিনিময় শেষে তারা একসঙ্গে ইফতারে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, তারেক রেজা, সংগঠক মুফতি সানাউল্লাহ খান প্রমুখ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় সেনাসদস্য নিহত

যশোরের চৌগাছায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে হুমায়ুন কবির রিপন (৪৫) নামের এক সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অপর মোটরসাইকেলের তিন আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় চৌগাছা-যশোর সড়কের আফরা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিপন চৌগাছা উপজেলার বাড়িয়ালী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি যশোর সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় সেনানিবাস থেকে ছুটি নিয়ে নিজস্ব মোটরসাইকেলে চড়ে বাড়িয়ালী গ্রামে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন রিপন। পথে আফরা মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী লাল মোটরসাইকেলের সঙ্গে তার বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

টাঙ্গাইলে সিএনজির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত

টাঙ্গাইলের বাসাইলে সিএনজির ধাক্কায় শামীম আল হোসেন (২৬) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন আরও একজন। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার কাশিল ইউনিয়নের চায়না ফ্যাক্টরির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শামীম আল হোসেন বাসাইল পৌর শহরের পূর্বপাড়া এলাকার আলমগীর হোসেনের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল থেকে ছেড়ে আসা সিএনজি কাশিলের চায়না ফ্যাক্টরির সামনে আসলে বাসাইল থেকে ছেড়ে আসা মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে মোটরসাইকেলে থাকা দুই আরোহী সড়কে পড়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়। মোটরসাইকেলে থাকা আরেকজনকে হাসপাতালে পাঠান স্থানীয়রা। এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের পুলিশ বক্সের ইনচার্জ আলমগীর হোসেন বলেন, দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়, হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কালোব্যাজ ধারণ, অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, দূতালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে অর্ধনমিত করা, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, বাণী পাঠ, ভিডিওচিত্র প্রদর্শন, আলোচনা, বিশেষ মোনাজাত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গণ ব্যানার, বাংলা বর্ণমালা ও ভাষা দিবসের পোস্টারে সুসজ্জিত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গণে একটি অস্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান হাইকমিশনের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিশুদের সঙ্গে নিয়ে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

ইলেকশন মেকানিজমের অভিযোগ নির্বাচনের কলঙ্ক তিলক হয়ে আছে : চরমোনাই পীর

ইলেকশন মেকানিজমের অভিযোগ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কলঙ্ক তিলক হয়ে আছে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। চরমোনাই পীর বলেন, পরপর তিনটি জাতীয় নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগের কারণে সৃষ্ট স্বৈরতন্ত্র উৎখাতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। ত্যাগ, রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে স্বৈরাচারকে দেশত্যাগে বাধ্য করা সম্ভব হয় এবং স্বৈরতন্ত্রের স্থায়ী বিলোপ প্রত্যাশা করা হয়েছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, ১২ ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন হলো, সেই নির্বাচন ঘিরে ইলেকশন মেকানিজমের অসংখ্য অভিযোগ উঠেছে। রেজাউল করীম বলেন, বিভিন্ন প্রার্থীর কাছ থেকে পাওয়া

অভিযোগ অনুযায়ী, অনেক কেন্দ্রে এজেন্ট বের করে দেওয়া, ভয়ভীতি দেখানো এবং ভোট গণনায় অনিয়মসহ নানা অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্বাচন কেন্দ্র করে এত ত্যাগ ও রক্তের পরও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি জাতিকে হতাশ করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

নিজ সন্তান অন্য স্কুলে, আপনি কি সত্যিকারের শিক্ষক

শিক্ষকদের প্রশ্নে করে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, আপনি একজন শিক্ষক হয়ে যখন আপনার সন্তানকে অন্য স্কুলে পড়ান, তাহলে আপনি কি সত্যিকারের শিক্ষক? এ দেশের পরিবর্তন আনতে গেলে একটি জায়গায় কাজ করতে হবে, সেটি শিক্ষা। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর মিরপুরে পিটিআইয়ে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের অনুরোধ জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আপনারা নিজের সন্তানদের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাবেন। আমার এলাকায় দেখতে পাই শিক্ষকরা নিজের সন্তানদের অন্য স্কুলে পড়াচ্ছেন। শিক্ষকদের অন্তর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আমরা শিক্ষকরা প্রতিজ্ঞা করি এই জীবনে যত ছাত্র-ছাত্রী পাবো, সবাইকে নিজের সন্তানের মতো শিক্ষিত করে গড়ে তুলবো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

মাতৃভাষা দিবসে বাংলায় কথা বলে শুভেচ্ছা জানালেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) মার্কিন দূতাবাস, ঢাকার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এক ভিডিও বার্তায় এ শুভেচ্ছা জানান তিনি। ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, 'সবাইকে জানাই মহান একুশের শুভেচ্ছা। গভীর শ্রদ্ধা জানাই ভাষা শহিদদের। ভাষা আমাদের সংস্কৃতির পরিচয়।' তিনি আরও বলেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের নিজের ভাষায় কথা বলতে এবং নিজের ইতিহাস মনে রাখতে শেখায়। আমেরিকার পক্ষ থেকে মাতৃভাষা দিবসে আমি বাংলাদেশের মানুষের সাথে সংহতি জানাই।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

চাঁদাবাজি নিয়ে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জামায়াতের

সড়ক পরিবহণ, রেল ও নৌ-পরিবহণ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলমের 'সমঝোতার' নামে চাঁদাবাজিকে কার্যত বৈধতা দিয়েছেন অভিযোগ করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, সম্প্রতি সড়ক পরিবহণ, রেল ও নৌ-পরিবহণ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম 'সমঝোতার' নামে চাঁদাবাজিকে কার্যত বৈধতা দিয়েছেন। তার এই অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত ও অনৈতিক বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও কঠোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। তিনি আরও বলেন, চাঁদাবাজি একটি ফৌজদারি অপরাধ। এটি সমাজ, অর্থনীতি ও আইনের শাসনের জন্য মারাত্মক হুমকি। একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর বক্তব্যে যদি এমন কোনো বার্তা যায় যে, অবৈধ অর্থ আদায় বা অনৈতিক সমঝোতা গ্রহণযোগ্য, তবে তা রাষ্ট্রের জন্য কলঙ্ক। রাষ্ট্রের এমন বৈধতা দান অপরাধীকে চাঁদাবাজির মতো আরও অনেক অপরাধ করতে উৎসাহিত করবে। এতে রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। জনগণ ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থেকে বঞ্চিত হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

ঝিনাইদহে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটী কলারহাট এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় শাহরিয়ার রহমান শান্ত (৩১) ও টোটন মিয়া নামে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টার দিকে পবহাটি কলাহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আরাপপুর হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

ভাষা শহিদদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাত ১২টা ৮ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তিনি ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানিসহ সব দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) হিলি কাস্টমস সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। হিলি কাস্টমস সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো.শাহীনুর ইসলাম শাহীন জানান, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি থাকায় বন্দরের অভ্যন্তরীণ সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ওইদিন ভারত থেকে কোনো পণ্যবাহী ট্রাক প্রবেশ করবে না। বন্দরের ভেতরে পণ্যলোড-আনলোড কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। তিনি বলেন,

আমদানিকৃত পণ্যের শুল্কায়নসহ সব বাণিজ্যিক কাজ বন্ধ থাকবে। ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে পুনরায় বন্দর দিয়ে দুই দেশের মধ্যে পূর্বের নিয়মে আমদানি রফতানি বাণিজ্য কার্যক্রম শুরু হবে। এদিকে, বন্দরের আমদানি রপ্তানিসহ বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও, হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

চাঁদা না দেওয়ায় জুটমিল মালিকের বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

যশোরের অভয়নগরে চাঁদা না দেওয়ায় রোমান জুটমিলের মালিক মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি। বিস্ফোরণের পর অভয়নগর আর্মি ক্যাম্পের সদস্য ও থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। রোমান জুটমিলের মালিক মোহাম্মদ আলীর ছেলে রাকিবুল ইসলাম বলেন, একটি চিহ্নিত সন্ত্রাসী চক্র দীর্ঘদিন ধরে চাঁদা দাবি করছিল। চাঁদা না দেওয়ায় ভয়ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে এ হামলা চালানো হয়েছে। হামলার সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

ইনকিলাব জিন্দাবাদ চলবে না : বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, বাংলাকে যদি ধারণ করতে হয়, বাংলা ভাষাকে যদি মায়ের ভাষা বলতে হয়, তাহলে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' চলবে না। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব মঞ্চ এগুলো বাংলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যারা আমাদের মায়ের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল, এগুলো তাদের ভাষা। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শিল্পকলা অ্যাকাডেমি অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহিদ দিবসের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। মাতৃভাষার ইতিহাসের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, বাংলা ভাষা ও তার ইতিহাস নিয়ে আমরা যত্নবান না। যে জাতি তার নিজের ইতিহাস জানে না, সে জাতি কোনোদিনও উন্নতি করতে পারে না। আমরা নিজের ভাষাকে ঠিকমতো জানার চেষ্টা করিনি বলেই আমাদের মাঝে ন্যাশনালিজম গ্রো করে না। তিনি আরও বলেন, আজ বাংলা ভাষা সম্পর্কে আমরা নিজেরা যদি একটু চিন্তা করতাম, তাহলে আজকের জেন-জি ইনকিলাব বলতো না। তারা ইনকিলাব বললে আমার রক্তক্ষরণ হয়। এটার জন্যই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। অথচ না গেলেও চলতো। সমাজ পরিবর্তনের জন্য জীবন দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সমাজ যে উল্টো দিকে হাঁটে, এখন সেটা দেখছি। ইনকিলাব, ইনকিলাব মঞ্চ ও আজাদির মতো এখন নতুন নতুন শব্দ শুনছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

ভাষা শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শিশুদের উৎসব

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে আহসান মঞ্জিল জাদুঘর। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাদুঘর প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। পরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে 'সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতার' আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের মাঝে ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও শুদ্ধ বাংলা চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। আয়োজকরা বলেন, নতুন প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষার শুদ্ধ ব্যবহার ও নান্দনিক লেখনশৈলী গড়ে তুলতেই এ আয়োজন। সকাল ১১টায় জাদুঘর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক (রুটিন দায়িত্ব) মো. সুলতান মাহমুদ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

জামায়াত শহিদ মিনারে যাওয়া বিশ্বাস না করলেও যাওয়া শুরু করেছে

শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী শহিদ মিনারে যাওয়া বিশ্বাস না করলেও যাওয়া শুরু করেছে। তারা নিজেদের নতুনভাবে আনার চেষ্টা করছে। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর মিরপুরে পিটিআইয়ে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। গতকালকে একটি সুন্দর দৃশ্য দেখলাম। জামায়াত শহিদ মিনারে পুষ্প অর্পণ করতে গিয়েছে। দেখুন, আগামীর বাংলাদেশ যেটা আমাদের প্রিয় নেতা, আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, তিনি আগামীর বাংলাদেশকে গড়তে চান। দেখুন, আজকের আগামীর বাংলাদেশে আমরা কী দেখতে পেয়েছি? জামায়াতও শহিদ মিনারে যাচ্ছে পুষ্প অর্পণ করতে। দে আর রিব্র্যান্ডিং। তারা নিজেদের নতুনভাবে আনার চেষ্টা করছে। ইটস কমপ্লিটি রিব্র্যান্ডিং। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

বিতর্ককে পাঠ্যক্রমে যুক্ত ও 'প্রধানমন্ত্রী গোল্ড কাপ' চালুর প্রস্তাব

পাঠ্যপুস্তকে সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে বিতর্ক প্রতিযোগিতাকে যুক্ত করার আগ্রহ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, আমরা যখন ছোটো ছিলাম, তখনও স্কুলে

বিতর্ক হতো। এটি পাঠ্যক্রমের অংশ করা যায়, নিশ্চয়ই করা যায়। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ান দলের জন্য 'প্রধানমন্ত্রী গোল্ড কাপ' ঘোষণা করেছিলেন। এ বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করবেন বলেও জানান তিনি। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

মূল চ্যালেঞ্জ জনগণের প্রত্যাশা পূরণ : প্রতিমন্ত্রী ইশরাক

নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ আবারও গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরেছে মন্তব্য করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন বলেছেন, এখন মূল চ্যালেঞ্জ হলো জনগণের প্রত্যাশা পূরণ এবং একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আরও শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে এসব কথা বলেন। ইশরাক হোসেন বলেন, নির্বাচন-পূর্ব যে অঙ্গীকার ছিল, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত কর, তা এখনো বহাল রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের মূল লক্ষ্য।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে শহিদ মিনারে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ফুল, ভিডিও ভাইরাল

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার চারজন নেতা-কর্মীকে ফুল হাতে শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে দেখা যায়। শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে ধারণ করা প্রায় ২২ সেকেন্ডের ওই ভিডিও ও কয়েকটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করেন ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী। ভিডিওতে চারজনকে 'ভাষা শহিদের স্মরণে, ভয় করি না মরণে', 'ইসলামিয়া কলেজ ছাত্রলীগ, নেতা মোদের শেখ মুজিব' এবং 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিতে শোনা যায়। তবে ভিডিওটি চট্টগ্রামের কোন শহিদ মিনারে এবং ঠিক কখন ধারণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। ফেসবুক পোস্টেও শহিদ মিনারের সুনির্দিষ্ট অবস্থান উল্লেখ করা হয়নি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

সরকার সব জাতিসত্তার মাতৃভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও বিকাশে বদ্ধপরিকর

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান বলেছেন, সরকার দেশের সব জাতিসত্তার মাতৃভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও বিকাশে বদ্ধপরিকর। একুশের চেতনা ধারণ করে ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষা ও বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সরকারের এক তথ্য বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

আজিমপুরে ভাষা শহিদদের কবর জিয়ারত করেছে ইসলামী ছাত্র-শিবির

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহিদদের কবর জিয়ারত করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র-শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতারা। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে সংগঠনটির সভাপতি নূরুল ইসলাম সাদ্দাম মোনাজাত করেন। এ সময় ছাত্র-শিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি ও ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শাখার দায়িত্বশীলরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

শহিদ মিনারে এনসিপির শ্রদ্ধা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ১টা ৫০ মিনিটের দিকে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানান দলটির নেতারা। এ সময় দলের আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম, সদস্য সচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

কুষ্টিয়ায় ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ৫

কুষ্টিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডারবাহী ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন নারীসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টায় শহরের বাইপাস সড়কে মর্মান্তিক এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে চারজনের নাম পাওয়া গেছে। এরা হলেন, আমেনা, কমেলা, জাকারিয়া ও আশরাফুল। নিহতদের মধ্যে সিএনজিচালক, একজন পুরুষ ও তিনজন নারী যাত্রী রয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। কুষ্টিয়া হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ মো. আবু ওবায়েদ সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

ভাষা সৈনিকের নামে তৈরি মঞ্চের স্থান এখন পাবলিক টয়লেট

পাবনার ঈশ্বরদীতে ভাষা সৈনিকের নামে নির্মিত মঞ্চ ভেঙে একই স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে পাবলিক টয়লেট। টয়লেটটি ভেঙে পুনরায় মঞ্চ নির্মাণ বা পাশে একই নামে একটি মঞ্চ নির্মাণের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলেও, গত তিন বছরে তা বাস্তবায়ন হয়নি। জানা যায়, ৭০ দশকে পাবনার ঈশ্বরদী পুরাতন বাস টার্মিনালে রেলের পরিত্যক্ত জায়গায় নির্মাণ করা হয় মুক্ত মঞ্চ। নামকরণ করা হয় 'ভাষা সৈনিক মাহবুব আহমেদ খান স্মৃতি মঞ্চ'। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আন্দোলন-সংগ্রাম, সভা-সমাবেশের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এ মঞ্চ। পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হতো। এজন্য ঈশ্বরদীর মানুষের আবেগ, অনুভূতি, পুরোনো স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এ মঞ্চকে ঘিরে। কিন্তু ২০২৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পাকশী রেলওয়ে বিভাগীয় ম্যানেজার শাহ সুফি নূর মোহাম্মদ শাহ সূফির নেতৃত্বে এ মঞ্চসহ আশপাশের কয়েকটি দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মঞ্চ না ভাঙার অনুরোধ জানালেও, তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০২৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ভাষা সৈনিকের নামে নির্মিত মঞ্চের স্থানে আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। ২০২৪ সালের ২ জানুয়ারি সেই আধুনিক পাবলিক টয়লেটের উদ্‌বোধন করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক সভা

ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, সকাল ১০টা ১০ মিনিটে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অফিস করতে আসেন নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। কার্যালয়ের মুখ্য সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার ও অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী নিজের কার্যালয়ের মূল ভবনে প্রবেশের আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকারের সময় দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এসময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পুরোনো অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ধরে কাছে ডেকে কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

শহিদ মিনারে ফুল দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগের দুই নেতা গ্রেফতার

গাইবান্ধা পৌর শহিদ মিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে হাসিনাকে দেশে ফেরানোর স্লোগান দিয়ে ফুল দেওয়ার সময় দুই আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করছে পুলিশ। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৩টার দিকে পৌরপার্ক থেকে তাদের আটক করা হয়। গ্রেফতাররা হলেন, মারুল ইসলাম সাবিন (৬৪) ও শাহিন চকোদার (৪৮)। মারুল ইসলাম সাবিন গাইবান্ধা সদর উপজেলার বল্লমঝড় ইউনিয়নের সমেজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি গাইবান্ধা জেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা (নিষিদ্ধ) আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। অপরদিকে শাহিন চকোদার সাদুল্লাপুর উপজেলার নলডাঙ্গার রমিজ উদ্দিনের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার রাত ১২টা এক মিনিটের পর থেকে শহিদের স্মরণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সব স্তরের মানুষ। শনিবার বিকেল ৩টার দিকে ইমারুল ইসলাম সাবিন কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে পতিত স্বৈরাচার হাসিনা সরকারকে ফিরে আনাসহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন। এসময় পুলিশ ধাওয়া দিয়ে তাদের মধ্য থেকে দু-জনকে গ্রেফতার করে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

দুবাই থেকে আসা যাত্রীর কাছ থেকে ১০ লাখ টাকার সিগারেট, স্মার্টফোন জব্দ

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা এক যাত্রীর কাছ থেকে ২৭০ কার্টন সিগারেট ও ১৫টি স্মার্ট মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকাল পৌনে ১০টায় বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের 'বিজি১৪৮' ফ্লাইটে আসা যাত্রী মোহাম্মদ হোসেন জাহেদ হাবিবের ব্যাগেজ তল্লাশি করে এসব পণ্য জব্দ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে ভারতের মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। দিবসটি পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বাণী পাঠ, বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত, আলোচনাসভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তিনি এ ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর এ দিনই প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অফিস করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী এর আগে বুধ ও বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে অফিস করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

গোলাম আযমের স্বীকৃতি জাতি আজও দিতে পারেনি : জামায়াত নেতা আযাদ

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেছেন, ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের হরতালে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে যারা সেদিন পিকেটিং করেছিলেন, পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, এই স্বীকৃতিটা জাতি আজও দিতে পারেনি। উনি (গোলাম আযম) অনুশোচনা করেছিলেন, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন হামিদুর রহমান আযাদ। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আর আই চৌধুরীকে উদ্ধৃতি দিয়ে এসব কথা বলেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২১.০২.২০২৬ রিহাব)

BBC

TRUMP BRINGS IN NEW 10% TARIFF AS SUPREME COURT REJECTS HIS GLOBAL IMPORT TAXES

US President Donald Trump has imposed a new 10% global tariff to replace ones struck down by the Supreme Court, calling the ruling "terrible" and lambasting the justices who rejected his trade policy as "fools". The president unveiled the plan shortly after the justices outlawed most of the global tariffs the White House announced last year. In a 6-3 decision, the court held that the president had overstepped his powers. The decision was a major victory for businesses and US states that had challenged the duties, opening the door to potentially billions of dollars in tariff refunds, while also injecting new uncertainty into the global trade landscape. (BBC News Web Page: 21/02/26, FARUK)

PALESTINIAN AUTHORITY IN DIRE STRAITS AS ISRAEL'S HOLD ON WEST BANK DEEPENS

With Israeli settler violence surging in the occupied West Bank, al-Mughayyir, north-east of Ramallah, has found itself on the frontline. It faces regular incursions by the Israeli army and has seen farmland seized by settlers who have built new outposts. Marzoq Abu Naim from the village council says the settlers aim to force out Palestinians. "They're doing it silently, not openly, it's true. But this is annexation. We can't reach our lands." Sitting among green rolling hills, studded with olive groves, most homes in al-Mughayyir are in an area where Israel's military controls security, but the internationally backed Palestinian Authority (PA) should provide basic services. Increasingly though, it cannot - it is mired in a deep economic crisis. (BBC News Web Page: 21/02/26, FARUK)

ISRAELI STRIKES KILL AT LEAST 10 IN LEBANON: OFFICIALS

At least 10 people have been killed in Israeli air strikes on eastern Lebanon, according to state media. A senior Hezbollah official was among those killed, the Iranian-backed militant group said in a statement. Israel's military said it was targeting sites that belonged to the group in the Bekaa Valley, which it alleged constituted "a violation of the understandings between Israel and Lebanon". The strikes are among the deadliest in Lebanon since a ceasefire ended the war between Israel and Hezbollah in November 2024.

(BBC News Web Page: 21/02/26, FARUK)

FAMILY OF PALESTINIAN-AMERICAN MAN KILLED IN WEST BANK DEMAND ACCOUNTABILITY

The family of a 19-year-old Palestinian-American man who they say was shot dead by an Israeli settler in the occupied West Bank have called for accountability over his killing. Nasralla Abu Siyam was shot near the city of Ramallah in the occupied West Bank on Wednesday, becoming at least the sixth American citizen killed by Israeli settlers or soldiers in the territory in the last two years. The Trump administration said it stood ready to provide consular assistance, but did not respond to claims its policies had failed to stem a surge in settler violence. The Israeli embassy in Washington said the incident was under review and an "operational inquiry... must be completed as soon as possible". (BBC News Web Page: 21/02/26, FARUK)

TRUMP SAYS HE IS CONSIDERING LIMITED MILITARY STRIKE ON IRAN

US President Donald Trump has said he is considering a limited military strike on Iran in order to pressure its leaders to agree a deal to curb the nuclear programme. The president made the remark in response to a question from a journalist hours after officials had suggested the possibility of a strike. On Thursday, Trump said the world would find out "over the next, probably, 10 days" whether a deal would be reached or the US would take military action. The US has been increasing its military presence in the region in recent weeks. The US and its European allies suspect that Iran is moving towards the development of a nuclear weapon, something Iran has always denied. (BBC News Web Page: 21/02/26, FARUK)

AVALANCHES KILL FIVE IN AUSTRIAN ALPS: OFFICIALS

Five people were killed in a series of avalanches in the Austrian Alps as heavy snowfall hit the region on Friday. A 42-year-old German man, caught in an avalanche with his 16-year-old son, was among the victims, police said. The teenager was airlifted to hospital from the slope in Nauders near the Swiss-Italian border. Three other skiers were killed in an avalanche near the popular St Anton resort, while a snowboarder died after being buried in the neighbouring Vorarlberg region. Austria has now seen at least 21 avalanche-related deaths this winter, while dozens of fatalities have been recorded across the Alps.
(BBC News Web Page: 21/02/26, FARUK)

NASA TARGETS EARLY MARCH TO SEND HUMANS BACK AROUND THE MOON

Nasa is targeting early March to launch a crew around the Moon for the first time in more than 50 years, in what would be humankind's furthest trip into space. The Artemis II mission will see four astronauts embark on a 10-day journey around the far side of the Moon and back to Earth, paving the way for a future lunar landing. Nasa set the earliest launch date of March 6 following a successful "wet dress rehearsal" - a critical pre-launch test where the rocket is filled with fuel and taken through the countdown sequence. It was the Artemis team's second attempt at a practice run at the Kennedy Space Center in Florida.
(BBC News Web Page: 21/02/26, FARUK)

TWO SOLDIERS KILLED DURING MILITARY OPERATION IN PAKISTAN'S NORTHWEST: ARMY

Two soldiers, including a lieutenant colonel, have been killed during a military operations when a fighter driving an explosive-laden motorcycle rammed a security convoy vehicle in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa (KP) province near the border with Afghanistan, according to the country's army. The deadly clash took place on Saturday in KP's Bannu district, with the Pakistani military saying at least five armed fighters, including one it described as "a suicide bomber" were also killed during the operation. The military said that the bomber was stopped by the leading security team, preventing his attempt to attack civilians and law enforcement personnel and averting "a major catastrophe".
(BBC News Web Page: 21/02/26, FARUK)

INDIA SIGNS CRITICAL MINERALS DEAL WITH BRAZIL TO CURB DEPENDANCE ON CHINA

Brazil and India have signed an agreement to boost cooperation on critical minerals and rare earths, as the Indian government seeks new suppliers to curb its dependance on China. Brazilian President Luiz Inacio da Silva met Indian Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on Saturday and discussed boosting trade and investment opportunities. Modi said in a statement that the agreement on critical minerals and rare earths was a "major step towards building resilient supply chains". China dominates the mining and processing of the world's rare-earth and critical minerals, and has increased its grip on exports in recent months as the United States attempts to break its hold on the growing industry.
(BBC News Web Page: 21/02/26, FARUK)

:: THE END ::